পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন

৭৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের উৎপাদিত প্রাকৃতিক রাবার বিক্রয় ও রপ্তানী নীতিমালা-২০২৩

যোগাযোগ

মহাব্যবস্থাপক (রাবার)

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন

৭৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

ফোনঃ ০০৮৮-০২-৯৫৬২২৫২, ফ্যাক্সঃ ০০৮৮-০২-৯৫৬৩০৩৫

Emai: bfidc.bd@gmail.com, gmrubber61@gmail.com

বাংলাদশে বনশিল্প উন্নয়ন র্কপোরশেন

৭৩,মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের উৎপাদিত প্রাকৃতিক রাবার বিক্রয় ও রপ্তানী নীতিমালা-২০২৩

১৯৫৯ সনের ৬৭নং অর্ডিন্যান্স এর ৫ ধারার ক্ষমতাবলে এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-পবম/বন শা-২/বশিউক/ রাবার(অভিযোগ)-২১/০৯/১৯০, তারিখ: ১৮-০৭-২০১২ অনুযায়ী কর্পোরেশনের উৎপাদিত বিভিন্ন গ্রেডের প্রাকৃতিক রাবার ও ল্যাটেক্স দেশীয় বাজারে বিক্রয় এবং বিদেশে রপ্তানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য/ অনুসরণীয় নিম্মোক্ত নীতিমালা প্রণয়ন করা হ'ল:

এ নীতিমালা **"বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের উৎপাদিত প্রাকৃতিক রাবার বিক্রয় ও রপ্তানী নীতিমালা-২০২৩"** নামে অভিহিত হবে।

এ রাবার বিক্রয় নীতিমালা ২০২৩ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ক। সংজ্ঞাঃ বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকলে, এ নীতিমালায় :-

(১) "কর্পোরেশন" বলতে Forest Industries Development Corporation Ordinance,1959 (E.P. Ordinance LXVII of 1959) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনকে বুঝাবে;

(২) "কর্তৃপক্ষ" বলতে কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান কিংবা কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য তৎকর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তাকে বুঝাবে এবং কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষও উহার অন্তর্ভূক্ত হবে ;

(৩) "বোর্ড " বলতে কর্পোরেশনের বোর্ড-অব-ডাইরেক্টর্স-কে বুঝাবে;

(৪) "ক্রেতা" বলতে টেন্ডার/অকশনে (স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক) অংশগ্রহণকারী এবং কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত দরে রাবার ক্রয়ে আগ্রহী সকল ব্যক্তি, সরকারি/বেসরকারি/ব্যক্তিমালিকানাধীন রাবার ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান/রাবার শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী-কে বুঝাবে ।

(৫) "প্রাকৃতিক রাবার" বলতে ল্যাটেক্স, আরএসএস, কাটিং রাবার, ট্রিলেস-কাপলাম্প, ফ্যাক্টরীলাম্প, মাডলাম্প ইত্যাদি বুঝাবে।

খ। সাধারণ অনুশাসনঃ

(১) কর্পোরেশনের বিক্রয় কেন্দ্রের গোডাউনে চালান ওয়ারী রাবারের গ্রেড, পরিমাণ, উৎপাদনের মাস ও সন ভিত্তিক সাজিয়ে রাবার মজুদ করতে হবে। বিক্রয় কর্মকর্তাগণ প্রতিবার দরপত্র আহবানের পূর্বে স্ব স্ব বিক্রয় কেন্দ্রে মজুদকৃত গ্রেড ভিত্তিক রাবারের পরিমাণ রাবার বিভাগ, সদর দপ্তর, ঢাকাকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন।

(২) রাবারের উৎপাদন সময়কালের ভিত্তিতে পূর্বের উৎপাদিত রাবার পূর্বেই (First come, First out) বিক্রয় করতে হবে।

(৩) রাবার বিক্রয়ের দরপত্র তফসিল/লট লিষ্ট তৈরীসহ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজ রাবার বিভাগ, বশিউক, সদর দপ্তর, ঢাকা কর্তৃক সম্পাদন করা হবে।

(৪) ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের নিকট রাবার সরবরাহকালে চালান ও গেইট পাশ এ নিরাপত্তা ইনচার্জ এর স্বাক্ষর নিশ্চিত করতে হবে।

(৫) রাবার সরবরাহকালে গ্রেড-১ এর স্থলে গ্রেড-২ বা গ্রেড-২ এর স্থলে গ্রেড-১ বা অন্য কোন গ্রেডের রাবার সরবরাহ না হয় তা গুদাম ইনচার্জকে নিশ্চিত করতে হবে।

(৬) কোন ধরনের ময়লাযুক্ত শীট/বান্ডিল যাতে সরবরাহ না দেয়া হয় তা যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

(ক্রমশ পাতা-২)

গ। অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নীতিমালা:

(১) রাবারের উৎপাদন, মজুদ, আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বাজার দর ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে কর্পোরেশনের উৎপাদিত ল্যাটেক্স ও বিভিন্ন গ্রেডের প্রাকৃতিক রাবার নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে বিক্রয় করা হবেঃ-

(ক) উন্মুক্ত দরপত্রের (স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক) মাধ্যমে;
(খ) অকশনের (স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক) মাধ্যমে;
(গ) আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বাজার দর বিবেচনাক্রমে পাক্ষিক নির্ধারিত মূল্যের ভিত্তিতে;

(২) রাবারের মজুদ, চাহিদা, গুণগতমান, বিগত দরপত্রে প্রাপ্ত দর এবং আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বাজার দর ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে কখন, কোন্ পদ্ধতিতে রাবার বিক্রয় করা হবে, সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন।

(৩) গ্রেড-১ রাবারের বিক্রয় মূল্যের/পাক্ষিক নির্ধারিত মূল্যের উপর বাস্তব ডি,আর.সি'র ভিত্তিতে ল্যাটেক্স এর মূল্য নির্ধারিত হবে।

(৪) কর্পোরেশনের রাবার বিক্রয় কার্যক্রমের জন্য গঠিত দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি নিম্নোক্ত ভাবে পুনঃগঠন করা হয়।

১. মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), বশিউক, সদর দপ্তর, ঢাকা--আহ্বায়ক।
২. ব্যবস্থাপক (পার্সোনাল), বশিউক, সদর দপ্তর, ঢাকা --সদস্য
৩. উপ-ব্যবস্থাপক (ক্রয়), বশিউক, সদর দপ্তর, ঢাকা -- সদস্য
৪. ব্যবস্থাপক (হিসাব), বশিউক, সদর দপ্তর, ঢাকা -- সদস্য
৫. উপ-ব্যবস্থাপক (রাবার), বশিউক, সদর দপ্তর, ঢাকা -- সদস্য সচিব

(৫) রাবার বিক্রয়ের জন্য প্রতি মাসে ২(দুই) বার দরপত্র আহবান করা যাবে। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ২(দুই)টি বহুল প্রচারিত জাতীয় {০১(এক)টি ইংরেজী (ইংরেজী ভাষায়) ও ০১(এক)টি বাংলা} দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করতে হবে। এছাড়া দরপত্র বিজ্ঞপ্তি বিএফআইডিসি'র ওয়েব-সাইটেও প্রকাশ করতে হবে। তবে, বিশেষ কারণে যে কোন সময়ে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সাময়িকভাবে রাবার বিক্রয়ের দরপত্র আহবান কার্যক্রম স্থগিত রাখা বা মাসে ০২ (দুই) বারের স্থলে এক বা একাধিকবার দরপত্র আহবান করা যেতে পারে।

(৬) ক্রেতাদের সুবিধার্থে এবং প্রতিযোগিতামূলক দর পাওয়ার স্বার্থে ন্যূনতম নিম্নোক্ত পরিমাণ রাবারের জন্য দরপত্র আহবান/লট তৈরী করতে হবে :-

(ক) টেন্ডার আহবানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ক্রেতাকে ন্যূনতম নিম্নোক্ত পরিমাণ রাবার ক্রয়ের জন্য দরপত্র দাখিল করতে হবে:

(১)	গ্রেড-১	ন্যুনতম ১০.০০(দশ) টন
(২)	গ্রেড-২ ও গ্রেড-৩, গ্রেড-১(কাটিং), গ্রেড-৩(কাটিং) এবং ট্রিলেজ- কাপলাম্প	ন্যুনতম ৫.০০(পাঁচ) টন
(৩)	মাডলাম্প	ন্যুনতম ১০.০০(দশ) টন

(খ) অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রয় কেন্দ্রে মজুদের ওপর ভিত্তি করে ন্যূনতম নিম্নোক্ত পরিমান রাবারের বাগান ও গ্রেড ওয়ারী লট তৈরী করতে হবে :

(১)	গ্রেড-১	ন্যুনতম ১০.০০(দশ) টন
(২)	গ্রেড-২ ও গ্রেড-৩, গ্রেড-১(কাটিং), গ্রেড-৩ (কাটিং) এবং ট্রিলেজ- কাপলাম্প	ন্যুনতম ৫.০০(পাঁচ) টন

প্রণীত লটসমূহের গ্রেড ভিত্তিক ক্রমিক নম্বর, লট নম্বর, পরিমাণ(কেজি), বাগানের নাম ও উৎপাদন সময় উল্লেখ থাকতে হবে।

(ক্রমশ পাতা-৩)

(৭) রাবার ক্রেতাগণ দরপত্র দাখিলের পূর্বে দরপত্রের সিডিউলে/লট লিষ্টে উল্লিখিত রাবার/রাবারের লটসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শনের সুযোগ পাবেন।

(৮) প্রতি সেট দরপত্র তফসিল/লট লিষ্ট পিপিআর এর বিধি/সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য প্রযোজ্য হবে।

(৯) দরপত্রসমূহ বশিউক, সদর দপ্তর, ৭৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ও মহাব্যবস্থাপক, রাবার বিভাগ, এফ-১২ চাঁদগাও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম এবং বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা ও চট্টগ্রামের দপ্তরে গ্রহণের ব্যবস্থা থাকবে। তবে অকশনের মাধ্যমে রাবার বিক্রির ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক মিরপুর বিক্রয় কেন্দ্রে/বশিউক,সদর দপ্তর, ঢাকায় অকশন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে।

(১০) দরপত্র দাখিলের নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে দরপত্রদাতাদের উপস্থিতিতে (যদি কেউ উপস্থিত থাকেন) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক দরপত্র বাক্স খোলা হবে।

(১১) প্রাপ্ত দরপত্রের ওপর নির্ধারিত ছকে তুলনামূলক বিবরণী (সিএস) প্রস্তুতপূর্বক প্রাপ্ত দরপত্র সম্পর্কে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুস্পষ্ট মতামত/সুপারিশ সম্বলিত একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট দরপত্র উন্মোচনের পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে পেশ করতে হবে।

(১২) বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি দরপত্র মূল্যায়ন করবে।

(১৩) অকশনের মাধ্যমে রাবার বিক্রির ক্ষেত্রে লট ভিত্তিক রাবারের গুণগতমানের তারতম্যের কারণে লট টু লট, বাগান টু বাগান ও জোন টু জোন রাবারের দরে তারতম্যের বিষয়টি দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি বিবেচনা করতে পারবে।

(১৪) কোন লটের রাবার বিক্রয়ের বিষয়ে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনরূপ জটিলতা দেখা দিলে, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি অথবা এ কমিটি কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা দ্বারা লটসমূহ তদন্তপূর্বক বাস্তবতার আলোকে বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে পারবে।

(১৫) কোন দরদাতা দরপত্রে অংশগ্রহণ করে সর্বোচ্চ দর প্রদানে (Offer of Price)অকৃতকার্য হয়ে যদি সংশ্লিষ্ট টেন্ডারে/অকশনে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ ও অনুমোদিত দরে অথবা অব্যবহিত পূর্বের টেন্ডার/অকশনে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ ও অনুমোদিত দরে (যদি উক্ত দর, বর্তমান টেন্ডার/অকশনের দরের চেয়ে বেশী হয়) রাবার ক্রয়ে ইচ্ছুক হন, তাহলে পরবর্তী টেন্ডার খোলার/অকশন অনুষ্ঠানের পূর্বদিন পর্যন্ত মজুদ সাপেক্ষে আবেদনকারীকে যে কোন জোনের মজুদ থেকে প্রার্থিত রাবার বরাদ্দ/সরবরাহের বিষয়ে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি সুপারিশ করতে পারবে।

(১৬) দরপত্রে অংশগ্রহণকারী ক্রেতাকে দরপত্রের সাথে দরপত্রে উদ্ধৃত রাবারের মোট মূল্যের ২.৫% হারে আর্নেষ্টমানি (জামানত) পে-অর্ডার/ডিডি আকারে জমা দিতে হবে। দরপত্র সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর অকৃতকার্য দরদাতাদের আর্নেষ্টমানি যথারীতি ফেরত দেয়া হবে। কৃতকার্য দরদাতার প্রদত্ত আর্নেষ্টমানি (জামানত) বরাদ্দকৃত রাবার উত্তোলনের/সরবরাহ নেয়ার পর ফেরত দেয়া হবে। অকশনের মাধ্যমে রাবার বিক্রির ক্ষেত্রে অকশনের বিধি-বিধান প্রতিপালন করা হবে।

(১৭) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর অথবা বোর্ডের ঘটনোত্তর অনুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর কৃতকার্য দরদাতা বরাবর বরাদ্দ আদেশ জারী করা হবে। বরাদ্দ/বিক্রয় আদেশ জারির ০৫(পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে বরাদ্দকৃত রাবারের মূল্য পে-অর্ডার/ডিডি **অথবা জনতা ব্যাংক লিমিটিড আরামবাগ শাখায়** নির্ধারিত হিসাব নম্বরে RTGS পদ্ধতিতে যেকোন তফসিলে সিডিউল ব্যাংক হতে সরাসরি জমা দিতে পারবে। ব্যর্থতায় বরাদ্দ/বিক্রয় আদেশ বাতিলসহ দরপত্রের সাথে দাখিলকৃত আর্নেষ্টমানি বাজেয়াপ্ত করা হবে। তবে কোন বরাদ্দ গ্রহীতা/ক্রেতা প্রতিষ্ঠান বরাদ্দ/বিক্রয় আদেশে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়-সীমার মধ্যে বরাদ্দকৃত/বিক্রিত রাবারের সম্পূর্ণ টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হয়ে সময় বর্ধিতকরণের আবেদন করলে চেয়ারম্যান-এর অনুমোদনক্রমে যৌক্তিক সময় বর্ধিত করতে পারবেন। তবে উক্ত বর্ধিত সময়-সীমা ১৫(পনর) দিন অথবা পরবর্তী দরপত্র খোলা/অকশন অনুষ্ঠানের নির্ধারিত তারিখ যেটি আগে আসে সেটি অতিক্রম করতে পারবে না। এক্ষেত্রে বর্ধিত সময়ের মধ্যেও রাবারের সমুদয় মূল্য জমা দিতে ব্যর্থ হলে বরাদ্দ/বিক্রয় আদেশ বাতিলসহ জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে।

(ক্রমশ পাতা-৪)

(১৮) কোন ক্রেতা বরাদ্দ/বিক্রয় আদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বা মঞ্জুরকৃত বর্ধিত সময়ের মধ্যে বরাদ্দকৃত/বিক্রিত রাবারের সম্পূর্ণ মূল্য জমা দেয়া সত্ত্বেও বরাদ্দকৃত/বিক্রিত রাবার সরবরাহ নিতে না পারলে, সরবরাহ না নেয়ার কারণ উল্লেখপূর্বক পরিচালক(পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)-এর নিকট বরাদ্দকৃত/বিক্রিত রাবার সরবরাহ নেয়ার সময় বাড়ানোর আবেদন করতে পারবেন। পরিচালক(পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) আবেদনকারীর আবেদন যথাযথ মনে করলে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ০৩ (তিন) দিনের জন্য সময় বর্ধিত করতে পারবেন। বর্ধিত সময়ের মধ্যেও বরাদ্দকৃত রাবার সরবরাহ গ্রহণে ব্যর্থ হলে প্রতি টন রাবারের জন্য প্রতিদিন ৩০০ টাকা হারে গুদাম ভাড়া দিতে হবে। তবে অনিবার্য/যুক্তিসঙ্গত কারণে বিলম্ব হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে অতিরিক্ত সময় মঞ্জুর করা যাবে।

(১৯) উপরিউক্ত অনুচ্ছেদ ১৮-এর ক্ষেত্র ব্যতিত বরাদ্দকৃত/বিক্রিত রাবার কোন অবস্থায় বিক্রয় কেন্দ্রে/গোডাউনে মজুদ রাখা যাবে না।

(২০) বরাদ্দকৃত/বিক্রিত রাবার সম্পর্কে কোন প্রকার ওজর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না এবং এ কারণে রাবার গ্রহণ না করলে জামানত ও রাবারের মূল্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) বাজেয়াপ্ত করা হবে।

(২১) একই লটের জন্য একাধিক দরদাতা একই দর উদ্ধৃত করলে, সেক্ষেত্রে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি লটারির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট লটের রাবার বরাদ্দের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

(২২) সর্বোচ্চ দরদাতার উদ্ধৃত দর দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ও বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত না হলে বরাদ্দপত্র পাওয়ার জন্য সর্বোচ্চ দরদাতা কোন প্রকার দাবী/আপত্তি উত্থাপন করতে পারবেন না। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(২৩) কোন ক্রেতা বরাদ্দকৃত/বিক্রিত রাবার চট্টগ্রাম/মধুপুর/সিলেট জোন থেকে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হলে বিক্রিত বা বরাদ্দকৃত রাবার সরবরাহ করা যাবে। সেক্ষেত্রে বরাদ্দ/বিক্রয় আদেশ জারির ০৫ (পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে বরাদ্দকৃত রাবারের মূল্য পে-অর্ডার/ডিডি আকারে অথবা জনতা ব্যাংক লিঃ, আরামবাগ কর্পোরেট শাখায় নির্ধারিত হিসাব নম্বরে RTGS পদ্ধতিতে যেকোন তফসিলি ব্যাংক হতে সরাসরি জমা দিতে পারবেন।

(২৪) কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে আংশিক বা যে কোন দরপত্র/অকশন গ্রহণ বা সকল দরপত্র/অকশন বাতিল করতে পারবে।

(২৫) বিশেষ কোন কারণে রাবারের অত্যাধিক মজুদ সৃষ্ট হলে এবং দীর্ঘদিন মজুদ থাকার কারণে মজুদকৃত রাবারের মধ্যে কোন রাবারের গুণগতমান হ্রাস পেলে, সেক্ষেত্রে একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠনপূর্বক ঐসব গুণগতমান হ্রাস প্রাপ্ত রাবারের পরিমাণ পুনঃ নিরূপণ করা হবে। উক্ত কমিটি রাবারের উৎপাদন খরচ, অব্যাহত পূর্বের বিক্রয় দর ও চলমান দরের ট্রেন্ড/অবস্থা বিবেচনাক্রমে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যুক্তি সংগত মূল্যে ঐ সকল রাবার বিক্রয় করার সুপারিশ পেশ করবে। টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ অনুমোদনের জন্য বোর্ডে উপস্থাপন করতে হবে।

(২৬) কর্পোরেশনের উৎপাদিত রাবার বিক্রয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বোর্ডের অনুমোদনক্রমে রাবারের মজুদ, স্থানীয় বাজারে রাবারের দর ও চাহিদা বিবিধ বিষয়াদি বিবেচনায় নিয়ে বিশেষ সময়ে/ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১০০ (একশত) মেট্রিক টন হতে ২০০ (দুইশত) মেট্রিক টন রাবার ক্রয়ে ইচ্ছুক ক্রেতাকে যে পরিমাণ আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করতে পারবে ৩০০ (তিনশত) মেট্রিক টন বা তদুর্ধ্ব পরিমাণ রাবার ক্রয়ে ইচ্ছুক ক্রেতাকে তার চেয়ে বেশি প্রণোদনা বোর্ড প্রদান করতে পারবে তবে শর্ত থাকে এরূপ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ থাকতে হবে এবং ক্রেতার নিকটে যে পদ্ধতির অনুকূলে রাবার বিক্রয় করা হবে, সরকার কর্তৃক সে পদ্ধতির বিপরীতে ধার্যকৃত রাজস্ব/বিবিধ ট্যাক্স আদায় করতে হবে।

(২৭) যে কোন প্রকার রাবার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক মূল্য নির্ধারণ ক্রমে সুপারিশ থাকতে হবে এবং প্রস্তাব রাবার বিভাগ কর্তৃক থাকতে হবে।

(২৮) রাবার বিক্রয়ের নীতিমালা অনুসরণে নির্ধারিত রাবারের দর বিএফআইডিসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

(ক্রমশ পাতা-৫)

(২৯) রাবার/ট্রিলেছ/কাপলাম্প/ফ্যাক্টরীলাম্প/মাডলাম্প এর পাক্ষিক বিক্রয় মূল্য নিরূপণ/নির্ধারণ পদ্ধতি ঃ

(ক) প্রতি মাসের ১৫ তারিখে এবং উক্ত মাসের শেষ তারিখে, তৎপূর্ববর্তী ০৭ (সাত) দিনের আন্তর্জাতিক বাজারের (ব্যাংকক-এর) গ্রেড-১ রাবারের বিদ্যমান গড় দরের ভিত্তিতে প্রতি মাসের ১ম ও ২য় পাক্ষিক- এর রাবারের বিক্রয় মূল্য নিরূপণ/নির্ধারণ করতে হবে। প্রতি মাসের ১ম পাক্ষিকের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণের সময় পূর্ববর্তী মাসের শেষ তারিখের এবং ২য় পাক্ষিকের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণের সময় উক্ত মাসের ১৫ তারিখের ডলারের সর্বোচ্চ বিনিময় (বিক্রয় মূল) হারের ভিত্তিতে এবং অব্যবহিত পূর্বের বিক্রিত গ্রেড-১ রাবার দরের ভিত্তিতে গ্রেড-১ রাবারের কেজি প্রতি বিক্রয় মূল্য নিরূপণ/নির্ধারণ করতে হবে। এরূপ মূল্য নির্ধারণের সময় উৎপাদন ব্যয়, পরিবহন ব্যয় এবং মুনাফার বিষয়টিও অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে।

(খ) গ্রেড-১ রাবারের নিরূপিত/নির্ধারিত প্রতি কেজি রাবারের বিক্রয় মূল্য হতে ১০% কমে গ্রেড-২ রাবারের প্রতি কেজি পাক্ষিক বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

(গ) গ্রেড-১ রাবারের নিরূপিত/নির্ধারিত প্রতি কেজি বিক্রয় মূল্য হতে ১৫% কমে গ্রেড-৩ রাবারের প্রতি কেজি পাক্ষিক বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

(ঘ) গ্রেড-১ রাবারের নিরূপিত/নির্ধারিত প্রতি কেজি বিক্রয় মূল্য হতে ১৭% কমে গ্রেড-৩ কাটিং রাবারের প্রতি কেজি পাক্ষিক বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

(ঙ) গ্রেড-১ রাবারের নিরূপিত/নির্ধারিত প্রতি কেজি বিক্রয় মূল্যের ৪০% হিসেবে ট্রিলেজ-কাপলাম্প এর প্রতি কেজি পাক্ষিক বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

(চ) বিদ্যমান মজুদ, বাজার দর, গুনগতমান ইত্যাদি সার্বিক বিষয়ে বিবেচনা করে মাডলাম্পের প্রতি কেজি পাক্ষিক বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

(ছ) ফ্যাক্টরী লাম্প প্রসেসিং করে রাবারে রূপান্তর করতে হবে। তবে কোন ক্রমেই বাস্তবায়ন করা না গেলে তাসহ অন্য কোন ভাবে প্রাপ্ত ফ্যাক্টরী লাম্প, রাবার লাম্প যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে গ্রেড-১ রাবারের নিরূপিত/নির্ধারিত কেজি প্রতি বিক্রয় মূল্যের ৩০% হিসেবে বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, যে সব ফ্যাক্টরী লাম্প/অন্য কোন ভাবে প্রাপ্ত রাবার লাম্প এর গুনগতমান বিবেচনাক্রমে বিক্রির স্বার্থে প্রয়োজনে উপরিউক্ত নির্ধারিত হার থেকে ১-৫% কমে/হ্রাসকৃত দরে বিক্রয় মূল্য নিরূপিত/নির্ধারণ করা যেতে পারে।

(ঝ) ট্রিলেজ কাপলাম্প কোন ক্রমেই কাঁচা অবস্থায় স্তুপ করে রাখা যাবে না। যথাসম্ভব দ্রুত সময়ের মধ্যে ধূমায়ন করতে হবে। যুক্তিসঙ্গত কারণে ধূমায়ন করতে না পারলে ধূমায়িত ট্রিলেজ কাপলাম্প এর নির্ধারিত দর থেকে ১০% কম দরে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বিক্রয় করা যাবে।

(৩০) উৎপাদন খরচ ঃ জুলাই-জুন পর্যন্ত ১২ মাসের উৎপাদনের বিপরীতে সম্পূর্ণ ব্যয় নির্ধারণ পূর্বক রাবারের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

(৩১) প্রতি মাসের ১৫ তারিখে কমিটি কর্তৃক নিরূপিত ও অনুমোদিত বিভিন্ন গ্রেডের রাবার পাক্ষিক বিক্রয় মূল্য ঐ মাসের ১৬ হতে শেষ তারিখ পর্যন্ত এবং ঐ মাসের শেষ তারিখে কমিটি কর্তৃক নিরূপিত ও অনুমোদিত বিভিন্ন গ্রেডের রাবারের পাক্ষিক বিক্রয় দর পরবর্তী মাসের ১ হতে ১৫ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। কোন মাসের ১৫ তারিখ বা শেষ তারিখে সাপ্তহিক বা সরকারি বন্ধ থাকলে সেক্ষেত্রে অব্যবহত পূর্বের/পরের কার্যদিবসে যথানিয়মে পরবর্তী পাক্ষিকের রাবারের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ পূর্বক কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(৩২) রাবার বিভাগ সদর দপ্তর কর্তৃক কমিটির নিকট হতে প্রাপ্ত সুপারিশ/প্রতিবেদন নথিতে উপস্থাপনপূর্বক অনুমোদনের জন্য যথা নিয়মে কর্তৃপক্ষ/বোর্ড সভায় উপস্থান করবে।

ঘ। রপ্তানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নীতিমালা: রাবার রপ্তানীর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করা হবে :-

(১) রপ্তানীর ক্ষেত্রে ভ্যাট/আয়কর ইত্যাদি দেশের প্রচলিত আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে এবং রপ্তানীকৃত রাবারের মূল্য ইউএস ডলার, ইউরোসহ গ্রহণযোগ্য স্বীকৃত আর্ন্তজাতিক মুদ্রায় পরিশোধ করতে হবে।

(ক্রমশ পাতা-৬)

(২) বিদ্যমান আর্ন্তজাতিক ও দেশীয় বাজার দর ইত্যাদি বিবেচনায় এনে বোর্ডের অনুমোদনক্রমে সরকার কর্তৃক প্রণীত রপ্তানী নীতিমালা প্রতিপালনপূর্বক উৎপাদিত প্রাকৃতিক রাবার সরাসরি বা এজেন্টের মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানী করা যাবে।

(৩) স্থানীয়ভাবে আহবানকৃত দরপত্রে প্রাপ্ত/অনুমোদিত দর রপ্তানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। আন্তর্জাতিক বাজার দর, দেশীয় বাজার দর, মজুদ, উৎপাদন ব্যয়, রপ্তানীর জন্য প্রাপ্য চাহিদার পরিমাণ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে বোর্ড রাবার রপ্তানী মূল্য নির্ধারণ/অনুমোদন করবে।

(৪) বিদেশে রপ্তানীর জন্য সরকারী/রপ্তানীর বিধি-মোতাবেক প্রয়োজনীয় সকল ডুকুমেন্ট প্রণয়ন বিভিন্ন সরকারী/ডিসিসিআই থেকে প্রয়োজনীয় সনদ/ডকুমেন্ট সংগ্রহ এবং রপ্তানীর সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সকল ডকুমেন্ট এ কর্পোরেশনের পক্ষে মহাব্যবস্থাপক (রাবার) স্বাক্ষর করবেন।

(৫) BFIDC এর সুনামের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে রপ্তানীতব্য রাবারের মান, সঠিক ওজন, ডেলিভারি/লোডিং ইত্যাদি সার্বিক বিষয় মনিটরিং করার জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মকর্তা সমন্বয়ে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করতে হবে।

৬) নীতিমালা সংশোধন/পরিবর্তন/রহিতকরণ:

(১) এ নীতিমালার বিষয়ে সরকার বা সরকারের পক্ষে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ/নির্দেশ/পরিপত্র পাওয়া গেলে তাও কার্যকর করা হবে।

(২) এই নীতিমালা সরকারি কোন আইন,বিধি বা নীতিমালার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলে, এই নীতিমালা যতটুকু সংশ্লিষ্টসরকারি আইন, বিধি বা নীতিমালার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে, ততটুকু বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি আইন, বিধি বা নীতিমালা প্রাধান্য (prevail) লাভ করবে।

(৩) এ নীতিমালা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন জটিলতা দেখা দিলে বা সময়ের প্রয়োজনে কর্পোরেশনের বোর্ড কর্তৃক এই নীতিমালার যে কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও সংশোধন করার ক্ষমতা রাখে।

(৪) বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের উৎপাদিত প্রাকৃতিক রাবার বিক্রয় ও রপ্তানী নীতিমালা-২০২৩ (সংশোধিত) জারির পর কর্পোরেশনের কাঁচা রাবার বিক্রয় নীতিমালা (সংশোধিত)-২০১৪ সহ এ সংক্রান্ত ইতঃপূর্বে জারিকৃত সকল আদেশ/নির্দেশ/ অনুশাসন এতদ্বারা রহিত করা হ'ল।

২৬/১১/২০২৬

(ডক্টর কাজী কামরুন নাহার)
(যুগ্ম-সচিব)
পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বিএফআইডিসি, ঢাকা।

২৬/১১/২০২৬

(নেছার আহমদ)
(যুগ্ম-সচিব)
পরিচালক (উৎপাদন ও বাণিজ্য)
বিএফআইডিসি, ঢাকা।

২৬/১১/২০২৬

(মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ)
(অতিরিক্ত সচিব)
চেয়ারম্যান
বিএফআইডিসি, ঢাকা।